খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ৮ই,২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উন্নতির এটিই মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন যে, আমাদের মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর সব সময় আবাদ থাকবে। যতদিন মসজিদ আবাদ থাকবে ততদিন তোমরাও উন্নতি করবে। আর তোমরা যদি মসজিদ ছেড়ে দাও তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের পরিত্যাগ করবেন। কেননা এই উন্নতি খোদা তা'লার অপার কৃপায় হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও অনুগ্রহ তাঁর গৃহ আবাদ করার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত জুমুআয় আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বরাতে ঘটনাবলী শোনাতে গিয়ে কাদিয়ানের প্রাথমিক যুগের কথা বলেছিলাম যে, তখন কাদিয়ানের চতুষ্পার্শের অবস্থা কেমন ছিল? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রমণের সময়ও এক বা দু'ব্যক্তি সফর সঙ্গী হতেন। আর পথও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, যা ছিল ঝোপ-ঝাড় বহুল আর এখন দেখুন! কাদিয়ান কীভাবে উন্নতি করছে। আর এই উন্নতি সাধারণ জনবসতির উন্নতির মত নয় বরং খোদা তা'লা তাকে অবহিত করেছিলেন, এই উন্নতি অবশ্যই হবে। বড় বড় রাজপথ এবং সড়কের পাশে যে জনবসতি থেকে থাকে তা উন্নতি করে কিন্তু কাদিয়ান এক কোনায় অবস্থিত, কোন রাস্তাও ছিল না যাওয়ার কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা উন্নতির সংবাদ দিয়েছেন আর উন্নতি হয়েছে। আর আজ-কালকার কাদিয়ান দেখার জন্য সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ আসে বরং কাদিয়ানের যে অংশ জামাতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এতে বিভিন্ন ভবন ও অট্টালিকার সম্প্রসারণ এবং সৌন্দর্য্যের কারণে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের জন্য তা ব্যবহারের অনুমতিও চাওয়া হয়।

এই উন্নতির কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) উন্নতি সংক্রান্ত এ নিদর্শনের কিছু বিশদ বিবরণ দিয়েছেন কোন কোন স্থানে। তিনি বলেন, দেখো! আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র সত্তায় কত অসাধারণ নিদর্শন দেখিয়েছেন! যদিও তোমরা সে যুগ দেখনি কিন্তু আমরা সে যুগ দেখেছি এবং পেয়েছি। অতএব এমন নিকটতম যুগের নিদর্শন কি কল্পনার চোখে দেখা তোমাদের জন্য বেশি কঠিন কিছু? অন্য নিদর্শনকে বাদ দিয়ে মসজিদে মুবারককে-ই দেখ! মসজিদে মুবারকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি স্তম্ভ রয়েছে, এর উত্তরে মসজিদের যে অংশ রয়েছে, এটি ছিল সে যুগের মসজিদ আর এতে নামায পড়ার সময় কোন সময় একটি বা দুটো সারি হত। এ অংশে শুধু নামাযের জন্য দুই সারি মুসল্লী দাঁড়াতে পারত আর প্রতি সারিতে পাঁচ বা সাত জন এই অংশে। কোন সময় নামাযীদের একটি সারি হত আর কোন সময় দুটো সারি। তিনি বলেন, আমার মনে আছে- নামাযীর সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন শেষ বা তৃতীয়াংশে যখন নামাযীরা দন্ডায়মান হয় আমাদের আশ্চর্যের কোন সীমা থাকতো না। অর্থাৎ পঞ্চদশ বা ষোড়শ নামাযী যখন আসে তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে বলতে আরম্ভ করি, এখন তো অনেক মানুষ নামাযে আসে। এটি কত বড় সফলতা এর কথা একটু চিন্তা কর। তারপর ভাব, খোদার কৃপারাজি যখন বর্ষিত হয় তা অবস্থাকে কীভাবে পাল্টে দেয়?

এরপর স্বজনদের মাঝে যে পরিবর্তন এসেছে একথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, আমার মনে আছে, আত্মীয়-স্বজনের কথা বলছেন আসলে। আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রেও পরে পরিবর্তন আসে প্রথমে তারা ছিল বিরোধী এরপর তারা জামাতে যোগ দেয়। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, আমাদের জেঠি সাহেবা যিনি পরে আহমদীয়াতও গ্রহণ করেছেন, আমাকে দেখে বলতেন, যেমন কাক তেমন কাকের ছানা বা বাচ্চা। আমরা মা ভারতীয় হওয়ার কারণে আর এ কারণেও যে, যেহেতু শৈশবে বেশি জ্ঞান থাকে না তাই পাঞ্জাবী এ বাক্যের অর্থ আমার জন্য বোধগম্য ছিল না। এ কারণে একবার মা'কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলাম যে, এর অর্থ কী? তিনি বলেন, এর অর্থ হল, যেমন কাক তেমনি তার ছানা। কাক বলতে নাউযুবিল্লাহ তোমার পিতাকে বুঝাচ্ছে আর কোকো বলতে তোমাকে বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, দেখ আমি সে যুগও দেখেছি, একই জেঠি সাহেবা যিনি এসব কিছু বলতেন। পরে কখনো তার ঘরে গেলে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন, আমার জন্য গদি বিছাতেন। আর সম্মানের সাথে বসাতেন এবং সশ্রদ্ধভাবে আমার প্রতি মনোযোগী হতেন। আর এসব কিছু দেখে তুমি বুঝতে পারো যে, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে যখন পরিবর্তন করতে চান তখন কীভাবে বদলে দেন।

এসব ঘটনা ঈমানের সতেজতা এবং উন্নতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এসব আমাদের জন্য খোদার নৈকট্য দানকারী হওয়া উচিত। আর এর ফলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং সমর্থন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আছে, আমাদেরকেও এসব থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে হবে। আর কাদিয়ানে বসবাসকারী লোকদেরও এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের অনেকে জানে আর এ কথা আলোচনাও হয়ে থাকে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কাদিয়ান একদিন উন্নতি করবে। গত কয়েক খুতবায় আমি ঘটনাবলী শুনিয়েছি যে, বিপাশা নদী পর্যন্ত কাদিয়ান বিস্তৃত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা বলেছেন তাঁর এক স্বপ্নের ভিত্তিতে। যাহোক, হযতর মুসলেহ মওউদ (রা.) কাদিয়ানের জনবসতি বিস্তৃত হতে হতে বিপাশা পর্যন্ত পৌছাবে, এ ভবিষ্যদ্বাণীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বর্ণনা করে জামাতের সদস্যদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আর এ দায়িত্ব কেবল কাদিয়ানে বসবাসকারীদেরই নয় বরং জামাতের সকল সদস্যের এটি সামনে রাখা উচিত। প্রথমতঃ এ প্রেক্ষাপটে তিনি আমাদের নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নামাযের বিষয়ে এটি অদ্ভুত কথা যে, সংখা বৃদ্ধির সাথে নামাযের কী সম্পর্ক কিন্তু হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)'র কথার এটি সৌন্দর্য যে, একটি মানুষের বিভিন্ন দিক ও আঙ্গীক বর্ণনা করে এর গুরুত্ব আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি হয়তো একটি সময় এমন আসতে পারে যখন কাদিয়ানে একটি বৃহৎ মসজিদ বানানো যেতে পারে যাতে তিন-চার লক্ষ নামাযী নামায পড়তে পারবে। দেখ! আল্লাহ্ তা'লার এটি কতবড় অনুগ্রহ, মানুষের মসজিদ খালি পড়ে থাকে আর আমরা আমাদের মসজিদকে বড় করলে সেগুলো আবার ছোট হয়ে যায় এমনকি মানুষ মসজিদে নামাযের জায়গা পায়না।

তিনি বলেন, জুমআর জন্য যাচ্ছিলাম তখন আমার বয়স পনেরো বা ষোল বছর ছিল, ঘর থেকে যখন বের হই এক ব্যক্তি তখন মসজিদ থেকে ফিরে আসছিলেন, তিনি বলেন, মসজিদে তো নামায পড়ার কোন জায়গা নেই তার এই কথা শুনে আমিও ফিরে আসি। তিনি বলেন, তিনি (রা.) ঘটনা শুনিয়ে বলেন, আমি এসে যোহরের নামায পড়ে নেই দুর্ভাগ্য আমার যে আমার যাচাই করে দেখা উচিত ছিলো যে সত্যিই মসজিদ পরিপূর্ণ কিনা? সেখানে দাঁড়ানো বা বসার আদৌ জায়গা আছে কিনা? তিনি বলেন, খোদার এটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমি বাল্যকাল থেকেই নামাযের প্রতি সচেতন, আমি আজ পর্যন্ত একবেলার নামাযও নষ্ট হতে দেইনি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কখনো আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না আমি নামায পড়েছি কি-না। আমার মনে আছে আমি যখন বয়সের একাদশতম বছরে ছিলাম একদিন আমি দোহা বা ইশরাকের

নামাযের সময় অযু করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোট পরিধান করি আর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে খুব কাঁদি এবং আমি অঙ্গীকার করি যে, আমি ভবিষ্যতে কখনো নামায ছাড়বোনা আর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এই অঙ্গীকারের পর আমি আর কখনো নামায ছাড়িনি। যাহোক তিনি বলেন, এরপর সেদিন হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমার ঔদাসিন্য দুর করতে চেয়েছেন, সামান্য আলস্য থাকলে অনেক সময় বাজামাত নামাযও ছুটে যায় তাই তিনি তা দূর করতে চেয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি দেখে বলেন, অর্থাৎ আমি জুমুআ না পড়েই বাসায় ফিরে আসি– তিনি আমাকে বলেন, মাহমুদ এদিকে আস, আমি যাওয়ার পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি জুমুআ পড়তে যাও নি? আমি বললাম, আমি গিয়েছি কিন্তু জানতে পারলাম যে, মসজিদ কানায় কানায় পরিপূর্ণ, সেখানে নামাযের কোন জায়গা খালী নেই। আমি কথার ছলে যদিও এই কথা বলে দেই কিন্তু আন্তরিকভাবে খুবই ভীতত্রস্ত ছিলাম যে, অন্যের কথায় কেন বিশ্বাস করলাম, জানিনা সে সত্য না মিথ্যা বলেছে। যদি সে সত্য বলে তাহলে তো বেঁচে যাবো কিন্তু যদি সে মিথ্যা বলে তার কথা যেহেতু মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেছি তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন যে, তুমি মিথ্যা কেন বলেছ। যাহোক তিনি বলেন, আমি ত্রস্ত্র ছিলাম, না জানি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কি বলেন। ততক্ষণে নামায পড়ে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখতে আসেন। তখন কিডনীর ব্যাথা ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর। আমি তখন আশেপাশে পায়চারী করছিলাম যে, দেখি কি হয়। তিনি আসতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, আজকের জুমুআয় কি মানুষের উপস্থিতি বেশি ছিল, মসজিদে কি নামায পড়ার কোন জায়গা ছিল না? তিনি বলেন, একথা শুনতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, জানিনা ঐ ব্যক্তি সত্য নাকি মিথ্যা বলেছে আমার সাথে। আল্লাহ্ তা'লা আমার সম্মান রেখেছেন। মৌলভী আব্দুল করীম মরহুম খোদার কৃপারাজির প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলেন, হুযূর আল্লাহ্র অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন, মসজিদ কানায় কানায় ভরা ছিল নামাযীতে, এতে বসার মত বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। তখন আমি বুঝতে পেরেছি সেই আহমদী সত্য বলেছেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উন্নতির এটিই মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন যে, আমাদের মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর সব সময় আবাদ থাকবে। যতদিন মসজিদ আবাদ থাকবে ততদিন তোমরাও উন্নতি করবে। আর তোমরা যদি মসজিদ ছেড়ে দাও তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের পরিত্যাগ করবেন।

অতএব কাদিয়ানের বিস্তৃতি, জামাতে আহমদীয়ার উন্নতি এবং বিস্তৃতি কেবল আয়তনের বা সংখ্যার দিক থেকেই নয় বরং এই বিস্তৃতি নির্ভর করে আমাদের গৃহ আবাদ করার পাশাপাশি আল্লাহ্র ঘরকে আবাদ করার মাঝে। তাই প্রত্যেক আহমদী সে কাদিয়ানের হোক বা রাবওয়ার তাকে যদি রাবওয়ার বা কাদিয়ানের উন্নতি দেখতে হয় বা পৃথিবীর যে কোন দেশের বসবাসকারীই হোক না কেন জামাতের উন্নতির যদি অংশ হতে হয় এবং জামাতের উন্নতি দেখতে হয় তাহলে নিজেদের উন্নতির পাশাপাশি মসজিদ আবাদ রাখা একান্ত আবশ্যক। কেননা এই উন্নতি খোদা তা'লার অপার কৃপায় হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও অনুগ্রহ তাঁর গৃহ আবাদ করার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। অতএব আজ আমরা যখন মসজিদ নির্মাণের কথা বলি তখন সর্বত্র আমাদের চেষ্টা করা উচিত মসজিদ যেন ছোট হয়ে যায় নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে। আর আল্লাহ্র সাথে একনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত যেন কখনও খোদা আমাদের পরিত্যাগ না করেন আর আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী নিজেরাও বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হতে দেখি।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এর প্রেক্ষাপটে কাদীয়ানের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন, তখনকার কাদীয়ানের অবস্থা কেমন ছিল। তিনি

বলেন, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এখন বলছি যা কাদিয়ানের উন্নতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানানো হয়েছে, কাদিয়ান গ্রাম উন্নতি করতে করতে মুম্বাই বা কলকাতার মত বড় শহরে পরিণত হবে অর্থাৎ যেন এর জনসংখ্যা নয়-দশ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর এই জনবসতি সে সময়কার পরিস্থিতি অনুসারে তিনি ধারণা করেছেন। এর জনবসতি উত্তর থেকে দক্ষিণে সম্প্রসারিত হতে হতে বিপাশা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যা কাদিয়ান থেকে নয় মাইল দূরে প্রবাহমান একটি নদীর নাম। ভবিষ্যদ্বাণী যখন ছাপা হয় তখন কাদিয়ানের যে চিত্র ছিল তাহলো, তখন কাদিয়ানের জনবসতি ছিল দুই হাজারের কাছাকাছি। কয়েকটি পাকা ঘর ছাড়া বাকি সব ঘরই ছিল মাটির ঘর। ঘর ভাড়া এতই কম ছিল যে, মাসিক চার পাঁচ আনায় ঘর ভাড়া পাওয়া যেত। আর জমি এত সস্তা ছিল যে, দশ বার রূপীতে মনের মত ঘর বানানোর জন্য জমি ক্রয় করা সম্ভব হত। বাজারের চিত্র হলো, দুই তিন রূপীর আটা এক সাথে পাওয়া যেত না। মানুষ যেহেতু জমিদার বা কৃষক শ্রেণীর ছিল তাই আটার পরিবর্তে গম রাখত আর গম পিষে রুটি বানাত, তাদের কাছে চাকতি বা যাঁতা ছিল। পড়াশুনার জন্য একটি সরকারি মাদ্রাসা ছিল যা প্রাইমারি পর্যন্ত ছিল। এর শিক্ষক সামান্য অর্থের বিনিমিয়ে ডাকঘরের কাজও করে দিত। ডাক আসত সপ্তাহে একবার। সব বাড়ী-ঘর ছিল গ্রামের চার দেয়ালের মাঝে। এই ভবিষ্যদ্বাণী বাহ্যিক অর্থে পূর্ণ হওয়ার বাহ্যিক কোন উপকরণ ছিল না। কেননা কাদিয়ান রেল স্টেশন থেকে এগার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এর রাস্তাঘাট ছিল সম্পূর্ণ ভাবে মাটির। আর যেসব দেশে রেলগাড়ী বা রেল লাইন থাকে সেখানে লাইনের চতুস্পার্শ্বে যে জনবসতি থাকে সেগুলোই উন্নতি করে। কাদিয়ানে কোন কল-কারখানা ছিল না। যে কারণে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শহরের জনবসতি বৃদ্ধি পেতে পারে। কোন সরকারী বিভাগ কাদিয়ানে ছিল না যে কারণে কাদিয়ান উন্নতি করতে পারত। জেলা বা তহসিলেরও কোন বিভাগ ছিল না। এমনকি পুলিশ চৌকি পর্যন্ত ছিল না কাদিয়ানে। কোন বাজারও ছিল না যে কারণে এখানকার বসতি সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারত। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুরিদ বা ভক্তের সংখ্যা কয়েক'শ এর অধিক ছিল না যাদের নির্দেশ দিয়ে এখানে এসে জনবসতি স্থাপন করতে বাধ্য করা যেতে পারত। যে কারণে শহর আবাদ হতে পারত। এখন এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে যে-ই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে চিন্তা করবে আর আজকের কাদিয়ানকে যদি একই সাথে দেখে, যা যদিও এখন পর্যন্ত বিপাশা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে উন্নতি করছে কিন্তু তাসত্ত্বেও আজকের কাদিয়ান দেখলেই এই কথাকে এক বিবেকবান ব্যক্তি নিদর্শন আখ্যায়িত করবে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে স্বপ্ন দেখেছেন এর অর্থ এটি নয় যে, কাদিয়ান এর বেশি আর বিস্তার লাভ করবে না। হতে পারে কোন সময় কাদিয়ান এত উন্নতি করবে যে, বিপাশা নদী কাদিয়ানের ভেতরে প্রবাহমান একটি নালা বা নর্দমায় রূপ নিবে। কাদিয়ানের জনবসতি হুশিয়ারপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

কাদিয়ানে যেখানে জামাতী ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন দপ্তর ছাড়াও কর্মীদের আবাসিক গৃহ এবং ফ্ল্যাট নির্মিত হচ্ছে। অন্যান্য বিল্ডিং বা ভবন নির্মিত হচ্ছে। সেখানে কাদিয়ানের অধিবাসীদেরও অবস্থাও আল্লাহ্ তা'লা উন্নত করার তৌফিক দিচ্ছেন যাতে তারা নিজেদের বড় ও প্রশস্ত ঘর বানানোর তৌফিক পায়। এছাড়া ভারতের অবস্থা সম্পন্ন আহমদীরাও নিজেদের বিল্ডিং এবং গৃহ নির্মাণ করছে কাদিয়ানে। একইসাথে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদেরও এদিকে মনোযোগ রয়েছে কিন্তু মৌলিক কথা তাই যা প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিগোচর রাখা চাই, সব উন্নতির রহস্য এবং উন্নতির অংশ হওয়ার রহস্য হলো খোদার গৃহ আবাদ করা এবং তাঁর গৃহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন। যেখানেই কোন ব্যক্তি খোদা তা'লাকে পরিত্যাগ করবে সেখানে খোদাও তাকে ছেড়ে দিবেন। আর এটি এখন শুধু কাদিয়ানের উন্নতির

সাথে সম্পর্কযুক্ত কথা নয় বরং জামাতের সামগ্রিক উন্নতিও এর সাথে সম্পৃক্ত। নিজেদের মসজিদকে নামাযীদের উপস্থিতির মাধ্যমে ছোট করে দিন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনের আশা রাখুন।

আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, কেবল কাদিয়ানের উন্নতিই নয় বরং জামাতের সকল প্রকার উন্নতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। একটি নিদর্শন আমরা যদি পুর্ণ হতে দেখি তাহলে দ্বিতীয় নিদর্শন পুরো হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তাই নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় রাখ। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ থাকুন। আর ঈমানের দৃঢ়তার জন্য দোয়াও অব্যাহত রাখুন। সূর্য উদিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই হবে। আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে, আর অবশ্যই আসবে।

এখন আমি বিবিধ উদ্বৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো, ওয়াক্‌ফে নও ক্লাশে এক মেয়ে প্রশ্ন করেছিল, কবরের ওপর ফুলের চাদর জড়ানো বা ফুল রাখলে অসুবিধা কি? এটি বৈধ কি না? আমি তাকে তখন উত্তর দিয়েছিলাম, এগুলো বৃথা কাজ, বিদা'ত, বর্জন করা উচিত, এগুলোর কোন উপকারী দিক নেই। মানুষ কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাজারেও অনেক সময় বা কোন কোন সময় এমন আচরণ প্রদর্শন করে। পূর্বেও করতো এখনো করে তাই এখন সেখানে লোহার বেড়া লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যেন এই প্রথা বা বিদা'তের প্রসার না ঘটতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে একবার বলেছেন, এ বিষয়টি যখন তাঁর দৃষ্টিতে আসে যে, আমাকে বলা হয়েছে কিছু মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবর থেকে বরকতের জন্য মাটি নিয়ে যায়, কিছু মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাজারে ফুল বিছিয়ে দেয়। এগুলো সব বৃথা ও অর্থহীন কাজ, এতে কোন লাভ হয়না বরং ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কবরে ফুল বিছালে লাশের কি লাভ হতে পারে? অবশ্য দোয়া লাভজনক হয়ে থাকে। যা করা উচিত। পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, মানুষ কবরে সমাহিত হওয়ার পর মাটিতে মিশে যায়, এটি প্রকৃতির নিয়ম, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতি। অবস্থা যেখানে এমন বাহ্যিক জাগতিক ফুলের সৌরভ তাকে কিইবা দিতে পারে। এই আত্মার কল্যাণের জন্য এখন দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা করেন। কোন প্রকার মুশরিকানা বা পৌত্তলিকতা প্রসূত কাজ কবরে গিয়ে করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীরা করে না কিন্তু অনেক সময় এমন সংবাদ আসে যে, এখানেও অনেকেই কবরে ফুল ইত্যাদি বিছিয়ে দেয়। এগুলো উদ্দেশ্যবিহীন কাজ। আমাদের লোকদের কবরে এমনটি হওয়া উচিত নয়।

আরো একটি ঘটনা যার কথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উল্লেখ করেছেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই "ইসলামী নীতি দর্শন" লেখা এবং পড়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অদ্ভুত একটি ঘটনা। কিছু বক্র স্বভাবের মানুষের প্রকৃতি কীরূপ তা এর মাধ্যমে জানা যায়। এমন নয় যে, পরে তারা বক্র হয় প্রথমেই তারা বক্র হয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের পরিণাম শুভ হয় না। তিনি বলেন, ১৮৯৭ সনে লাহোরে যখন সর্বধর্ম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও এতে প্রবন্ধ উপস্থাপনের অনুরোধ করা হয়। খাজা সাহেবই সেই বার্তা নিয়ে আসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সে সময় দাস্তে ভুগছিলেন, এই কষ্ট সত্ত্বেও তিনি প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন আর খোদা প্রদত্ত তৌফিকে লেখার কাজ সমাপ্ত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খাজা সাহেবকে যখন প্রবন্ধ দেন তিনি এই সম্পর্কে অনেক নৈরাশ্য ব্যক্ত করেন আর ধারণা ব্যক্ত করেন যে, এই প্রবন্ধ গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখা হবে না বা গুরুত্ব দেওয়া হবে না। অনর্থক হাসির খোরাক হবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়েছিলেন যে, প্রবন্ধ অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। তিনি (আ.) অনুষ্ঠানের পূর্বেই এই ইলহাম অনুসারে বিজ্ঞাপন লিখে লাহোরে প্রচার করা আবশ্যক মনে করেন আর বিজ্ঞাপন লিখে খাজা সাহেবকে দেন লাহোরে বিলি করার এবং বিভিন্ন জায়গায় লাগানোর জন্য। আর খাজা সাহেবকে তিনি নিশ্চয়তা দেন এবং আশ্বস্তও করেন। কিন্তু খাজা সাহেব যেহেতু সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন যে, তাঁর প্রবন্ধ (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদের প্রবন্ধ) বাজে এবং বৃথা,

নাঊযুবিল্লাহ্। তাই তিনি নিজেও বিজ্ঞাপন ছাপেন নি এবং অন্য কাউকেও ছাপতে দেননি। অবশেষে সেই দিন আসে যেদিন এই প্রবন্ধ শোনানোর জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রবন্ধ পাঠ করা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাই জানে ইতিহাসে এর উল্লেখ রয়েছে যে মানুষ মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনতে থাকে এবং মনে হয় যেন তাদের উপর জাদু করা হয়েছে। শত্রু-মিত্র সকলেই সর্বসম্মতভাবে একথা বলে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেকচার সবচেয়ে উন্নত ছিল এবং আল্লাহ্‌র কথা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীকে খাজা সাহেবের ঈমানের দূর্বলতা প্রচ্ছন্ন রাখে।

আহমদীদের মাঝে কীরূপ ধর্মীয় আত্মাভিমান থাকা উচিত। এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, রিপোর্ট আসে যে, কিছু মানুষ এমন জায়গায় গিয়েছে যেখানে অ-আহমদীরা জামাতের উলামা এবং বুযূর্গদের গালি দিচ্ছিল। তিনি বলেন, প্রথম কথা হলো, এমন মজলিস যেখানে গালি দেয়া হয় সেখানে মানুষ যাবে কেন? যেখানে বিরোধীরা বক্তৃতা করে সেখানে কতক আহমদী তা শোনার জন্য চলে যায়। তাদের সেখানে যাওয়াই বলে যে, তারা ধর্মের জন্য সত্যিকার অর্থে আত্মাভিমান রাখে না। যদি প্রকৃত আত্মাভিমান থাকে তোমাদের মাঝে তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা তোমাদের ইমাম বা অন্যান্য বুযূর্গদের গালি শোনার জন্য যাও কেন। তোমাদের সেখানে যাওয়া বলছে যে, তোমাদের মাঝে আত্মাভিমান নেই। বা অতি নিম্নমানের আত্মাভিমান রয়েছে। আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আর্যরা লাহোরে একটি জলসার আয়োজন করে, সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। তাতে সব কথা ছিল প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসার। এরপর এক আর্য প্রবন্ধ পাঠ করে যাতে মহানবী (সা.)-কে চরম গালি-গালাজ করা হয়। আর সেসব নোংরা আপত্তি করা হয় যা খ্রিস্টান ও আর্যরা করে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এটি শুনেছেন যে, জলসায় মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়া হয়েছে, তিনি খুবই রাগান্বিত এবং মর্মাহত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথেও তিনি রাগ করেন এবং বলেন, আপনারা কেন প্রতিবাদ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন নি। আপনার এটি সহ্য করা সমীচীন হয়নি। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিছুক্ষণ পর তাদের ক্ষমা করে দেন।

নামাযে জুমুআর পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। আমাদের এক দরবেশ হাজী মনজুর আহমদ সাহেবের। ১লা মে তারিখে ৮৫ বছর বয়সে তিনি কাদিয়ানে ইন্তেকাল করেছেন,**'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন'**। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (8th MAY 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

. . . .

. . . .

. . . .

From : Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur, Diamond Harbour,743331, 24 parganas(s),W.B